একান্ত শাখা, মহাপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
তারিখঃ ২৫/০৩/০৯

প্রঃ শাঃ-১	বাস্তবায়ন	পরিকল্পনা	মাননিয়ন্ত্রণ	বাজেট
প্রঃ শাঃ-২	প্রশিক্ষণ	মনিটরিং	চিংড়ি	হিসাব
ACR শাখা	সমন্বয়	ক্ষুদ্র ঋণ	সামুদ্রিক	অডিট
সাধারণ শাখা	লাইব্রেরী	লিগ্যাল	মৎস্য জরীপ	ক্যাশ
জলমহাল	ICT সম্প্র	সম্প্রসারণ	মৎস্য চাষ	

তারিখঃ ২৫/৩/০৯ দিনপঞ্জি নং- ৮০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য -৩ অধিশাখা

নং-মপম/ম-৩/বি(ইজারা)-১৮/২০০৮-৪২ তারিখ : ২৪/০৩/২০০৯।

বিষয় ঃ- মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জলাভূমি এবং বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন/ পোনা মাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের সংশোধিত নির্দেশাবলী প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ- মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নংঃ-মঅ-মসসব/২০০৮-৭৬/১০ তারিখ ঃ- ১৩/০১/২০০৯।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিল নার্সারী স্থাপন নির্দেশিকা (সংশোধিত) অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়,উক্ত অনুমোদিত নির্দেশিকার এক কপি সংযুক্ত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ০৪(চার ফর্দ)।

মহাপরিচালক,
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ সফিকুল ইসলাম)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬২৭৮৩

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিল নার্সারী স্থাপন নির্দেশিকা (সংশোধিত)

পল্লী এলাকার দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীসহ জলাভূমি তীরবর্তী জেলে/মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও প্রাকৃতিকভাবে জলাশয়/জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশের উপযোগী মরা নদী, বিল, হাওর সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রম নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

১। জেলা/উপজেলা ভিত্তিক বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রমের অর্থ বরাদ্দ/বিভাজন পদ্ধতি ঃ

মৎস্য অধিদপ্তরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশ্লিষ্ট খাত হতে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা/উপজেলা জলাশয়/জলাভূমি এবং উপযুক্ত বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবণভূমির আয়তন/আধিক্য বিবেচনায় এনে জেলা/উপজেলা ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করবেন। বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী প্রয়োজন হলে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বন্টনকৃত অর্থ পুনবিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় পুনঃ অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। বিল নার্সারী স্থাপন, প্রাক কাজের আনুসংঙ্গিক ব্যয় ও পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করবেন (পরিশিষ্ট "ক")। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রম/ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত মোট টাকা থেকে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা এবং জেলা/উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় করতে পারবেন।

২। বিল সংস্কার, উপকরণ (রেনুপোনা ও দ্রব্য সামগ্রী) ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতাঃ

বিল নার্সারী পরিচালনা তথা বিল সংস্কার, উপকরণ (রেনুপোনা ও দ্রব্য সামগ্রী) ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হবে। ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রস্তাবিত মূল্যের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি ও মঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং তদুর্ধ্ব টাকার উপকরণ ক্রয়ের অনুমোদনও মঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগীয় উপ-পরিচালক প্রদান করবেন। তবে সময়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে অর্থ বিধি মোতাবেক খাত ভিত্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উপকরণ ক্রয় করতে পারবেন।

৩। বিল নার্সারী স্থাপনের জন্য জলাশয় নির্বাচন পদ্ধতিঃ

(১) নার্সারী জলাধারটি প্রাকৃতিক ভাবে মৎস্য বিস্তার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উপযোগী অথবা অন্য কোন উন্মুক্ত জলাশয়ের সাথে সংযুক্ত হতে হবে।

(২) সংশ্লিষ্ট জলাধারটির তলদেশ অথবা কিনারে বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয় এমন ডোবা বা নার্সারী যেখানে দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের রেণু মজুদের পর কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন লালন পালন করা যাবে এবং অতঃপর তা বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়ে অংগুলি আকারের পোনা সমগ্র বিলে অথবা সংযোগ খাল দিয়ে পার্শ্ববর্তী প্লাবন ভূমি/বিল/নদী/ উন্মুক্ত জলাশয়ে ছড়িয়ে যাবে এমন জলাশয় নির্বাচন করতে হবে।

(৩) জলাধার নির্বাচনের সময় সরকারী খাস/আধাসরকারী/বেসরকারী বা ব্যক্তিমালিকানাধীন সকল প্রকার জলাশয় নির্বাচন করা যাবে ।

(৪) জলাধারটি এমন স্থানে চিহ্নিত করতে হবে, যা রেনু পরিবহন, যাতায়াত ও অন্যান্য আনুষাংগীক সুবিধার জন্য উপযুক্ত হয়।

(৫) বেসরকারী/ ব্যক্তিমালিকানাধীন জলাধার নির্বাচনের ক্ষেত্রে রেনুপোনা হতে উৎপাদিত পোনা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে কমিউনিটি সুফল ভোগ করবে এ মর্মে **"উপজেলা বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি"** উক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি/গোষ্ঠির সাথে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে

একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। সমঝোতা চুক্তির শর্তাবলী স্থানীয় অবস্থার সাথে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট "উপজেলা বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি" নির্ধারণ করবে ।

৪। বিল নার্সারী তৈরী ও প্রস্তুতকরণঃ

(১) নির্বাচিত জলাধারটি বিল নার্সারী উপযোগী করার জন্য বিলের তলদেশ খনন, পাড় নির্মাণ/সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে রেণুপোনা মজুদের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় মাটির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(২) নির্বাচিত জলাধারটির সাথে সংশ্লিষ্ট সংযোগ খাল যার মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা যে সমস্ত প্লাবন ভূমি কিংবা অন্যান্য জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়বে - সেগুলোর সংস্কার করতে হবে।

(৩) নির্বাচিত জলাধারটি নার্সারী উপযোগী করার জন্য এর তলদেশ রেণু মজুদ উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সার ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী প্রয়োগ করে নার্সারী প্রস্তুত করতে হবে।

৫। মজুদযোগ্য প্রজাতিঃ

নির্বাচিত জলাধারে বিল নার্সারীর জন্য কার্প জাতীয় দেশীয় মাছের হেঃ প্রতি ২.৫ কেজি/ হেক্টর রেনুপোনা মজুদ করতে হবে। প্রজাতি অনুপাত হবেঃ কাতলা ২০%, রুই ৫০% এবং মৃগেল/কালবাউস/গনিয়া ৩০% ।

৬। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ

প্রতি কেজি রেনু থেকে ১০-১৫ সেমি. আকারের ১.০০ (এক) লক্ষ পোনা।

৭। রেণুপোনা মজুদের স্থান ও সময়কালঃ

শুষ্ক মৌসুমে জলাশয়ের তলদেশে নার্সারী করার উপযোগী এমন গভীরতায় পানি থাকে অথবা জলাশয়ের কিনারে পানি আটকিয়ে রাখা যায় এবং আগাম ঢলে ভেসে না যায় এমন জলাশয় বা জলাশয়ের অংশ বিল নার্সারীর জন্য নির্বাচন করা যাবে।

৮। রেণুপোনা সংগ্রহ/ক্রয় ও পরিচালনা পদ্ধতিঃ

"বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি" প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে **রেণুপোনা** ক্রয়/সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন। সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে **রেণুপোনা** সংগ্রহ ও ক্রয়ের জন্য কোন দরপত্র বা কোটেশনের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে সরকারী খামারের উৎপাদন পরিকল্পনায় নির্ধারিত মূল্য প্রযোজ্য হবে।

৯। বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটিঃ

বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় নিম্নরূপ "বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি" গঠিত হলো:

উপদেষ্টা: সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

(১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ,	সভাপতি
(২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (যদি থাকে)	সদস্য
(৫)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	বিল নার্সারী এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
(৭)	নির্বাচিত জলাশয়ের সমিতি/দল/সুফলভোগী প্রতিনিধি (উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করে প্রতিনিধি মনোনীত করবেন)	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সর্বাধিক ২ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) কমিটি উপযুক্ত জলাভূমি রেণু পোনা মজুদ করার জন্য নির্বাচন করবে।
(২) কমিটি বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিধি মোতাবেক জলাশয় সংস্কার, রেণু পোনা ক্রয়, উপকরণ সংগ্রহ এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
(৩) নির্দেশাবলী অনুযায়ী কি পরিমান রেণুপোনা ও উপকরণ ক্রয় করা দরকার তা নির্ধারণ করবে।
(৪) সরবরাহকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাহিদা ও শর্তানুযায়ী যাতে সুস্থ ও সবল রেণুপোনা সরবরাহ করে তা নিশ্চিত করবে।
(৫) নিদিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে রেণুপোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা করে রেণু পোনা সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে মজুদের ব্যবস্থা করবে।
(৬) বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।
(৭) পোনামাছ সংরক্ষণ এবং এর নিধনরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৮) এ কমিটি বিল নার্সারীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটিকে অবহিত করবে।

১০। পোনা মাছ পরিমাণ নিরূপণ (Assessment) কমিটি ঃ

রেণু মজুদের পর সরেজমিনে পরিদর্শন করে উৎপাদিত পোনা মাছের সংখ্যা / পরিমান নিরুপনের জন্য নিম্নেবর্ণিতদের সমন্বয়ে 'পোনা মাছ পরিমাণ নিরুপন কমিটি' গঠিত হবে।

(১)	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আহবায়ক
(২)	উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (খামার ব্যবস্থাপক না থাকলে উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা)	সদস্য
(৪)	বেসরকারী হ্যাচারী/নার্সারী মালিক সমিতির সভাপতি/ সম্পাদক/ প্রতিনিধি (সমিতি না থাকিলে)	সদস্য
(৫-৬)	সংশ্লিষ্ট বিল এলাকার সুফলভোগী প্রতিনিধি -২ জন	সদস্য
(৭)	বিল নার্সারী এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/তার মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনে সর্বাধিক ২ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

পোনা মাছের পরিমাণ নিরূপণ (Assessment) কমিটির কার্যপরিধিঃ

১) পোনা মাছ পরিমান নিরূপণ কমিটি রেনু থেকে পোনা উৎপাদিত হওয়ার পর পোনা মাছের সংখ্যা/ পরিমাণ নিরূপণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে।
২) পোন উৎপাদিত হওয়ার পর বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে কমিটির সদস্য সচিব (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা) পোনা মাছ পরিমান নিরূপণ কমিটিকে তা অবহিত করবে।
৩) কমিটি অবহিত হওয়ার পর অতিসত্বর পোনামাছের পরিমাণ নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পোনার আকার ১০-১৫ সে.মি. এবং মজুদকৃত রেণু থেকে সংখ্যায় উৎপাদিত পোনা মাছের পরিমাণ যাচাই/নিরূপণ করবে।
৫) পোনার আকার ও পরিমাণ নিরূপিত হওয়ার পর এ বিষয়ে একটি লিখিত প্রতিবেদন উপজেলা বিল **নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটিকে** প্রদান করবে।
৬) কমিটি উক্ত প্রতিবেদনে পোনা মাছ অবমুক্তকরণের উপযোগিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবে।

৭) অপ্রত্যাশিত/ প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮) যে জলাশয়/বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমিতে বিল নার্সারীতে উৎপাদিত পোনামাছ প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার জন্য অবমুক্ত হবে তার আয়তন সংলগ্ন সুফলভোগীর সংখ্যা এবং মোট অবমুক্তকৃত পোনার হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং সংরক্ষিত প্রতিবেদনের কপি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকের বরাবর প্রেরণ করবে।

১১। বিল নর্সারী কার্যক্রম তত্ত্বাবধানঃ

সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ, স্ব-স্ব বিভাগ ও জেলার বিল নর্সারী কার্যক্রম সার্বিবকভাবে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবেন। রেণুপোনা অবমুক্তির জন্য জলাশয় / জলাভূমি/ বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমি নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা, রেণুপোনা থেকে উৎপাদিত পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১২। বিল নার্সারী কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রম নির্দেশাবলী অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে/ হয়েছে কিনা, দারিদ্র বিমোচন তথা জনকল্যাণে নির্বাচিত জলাশয়/ জলাভূমি/ বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমি এলাকায় বিল নার্সারী/পোনামাছ অবমুক্তির প্রভাব, মাঠ পর্যায়ে জলাভূমি/ বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমি সংলগ্ন প্রকৃত জেলে/ মৎস্যজীবি/ সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশে অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এরূপ বিল নার্সারী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা/ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা নিরূপণসহ বিল নার্সারী কার্যক্রমের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিম্নোক্তভাবে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

(১)	সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় মৎস্য উপ-পরিচালক	সভাপতি
(২)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১৩। বিল নার্সারী কার্যক্রমের তথ্যাদি দাখিলঃ

বিল নার্সারী স্থাপন কার্যক্রম সম্পাদন শেষে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সম্পাদিত কার্যক্রম বিষয়ে তথ্যাদি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ছক এ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক মৎস্য অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১৪। এ নির্দেশিকার কোন বিষয়ে কোন ধরণের অস্পষ্টতা দেখা দিলে তা নিরসনের ক্ষমতা উপজেলা বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি সংরক্ষণ করে।

পরিশিষ্ট - ক

বিল নার্সারী কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয় ও উৎপাদনের বিবরণ

(জলায়তন ঃ হেক্টর প্রতি)

ক) ব্যয়ঃ

ক্রঃ নং	ব্যয়ের বিবরণ (খাত অনুযায়ী)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১.	রেনু	২.৫ কেজি	৩,০০০/-	৭,৫০০/-
২.	সার (ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি)	৭২ কেজি	-	২,৬২০/-
৩.	রোটেনন	২০ কেজি	৩০০/-	৬,০০০/-
৪.	চুন	২৫০ কেজি	১৫/-	৩,৭৫০/-
৫.	ঔষধ (কীটনাশক)	২ লিটার	৬০০/-	১,২০০/-
৬.	মাছের খাবার (ফিড, খৈল, কুড়া)	৬৫০ কেজি	-	১৯,৫০০/-
৭.	পাড় মেরামত / নির্মাণ	৪৫০ কিউবিক মি.	৬০/-	২৭,০০০/-
৮.	আগাছা পরিস্কার	৫০ জন	১৫০/-	৭,৫০০/-
৯.	জাল টানা ও নমুনায়ন	থোক		৩,০০০/-
১০.	পরিচর্যা/শ্রমিক মজুরী	৬০ জন	১৫০/-	৯,০০০/-
১১.	উপকরণ পরিবহন	থোক		৫,০০০/-
১২.	বিবিধ (বানা স্থাপন/ ফেন্সিং/ বালতি/ মগ/ হাপা/ ঝাকি জাল ক্রয় ইত্যাদি)	থোক		৭,৯৩০/-
			মোট	১,০০,০০০/-

কথায়ঃ এক লক্ষ টাকা মাত্র।

খ) উৎপাদনঃ

গোনা মাছ (১০-১৫ সে.মি.) আকার : কেজি প্রতি ১.০০ লক্ষ টি।